২৩ জুলাই ২০১৮

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে কুষ্টিয়ায় আদালতের একটি কক্ষে অবরুদ্ধকরণ এবং আদালত প্রাঙ্গণে তার ওপর হামলা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ

কুষ্টিয়ায় আদালত থেকে মানহানির মামলায় জামিন নিয়ে বের হওয়ার সময় 'আমার দেশ পত্রিকা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এর ওপর হামলা হয়েছে। হামলায় তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাকে বহনকারী গাড়ি ও ভাংচুর করা হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এ হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছে।

গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রীর ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক সম্পর্কে মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে অতিরিক্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মানহানির মামলা করেন। গত ২২ জুলাই ২০১৮ মাহমুদুর রহমান আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা মঞ্জুর করে স্থায়ী জামিন দেন। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এসময় আদালত প্রাঙ্গনে আগে থেকে অবস্থান নেয়া সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে আদালতের একটি কক্ষে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। সেখান থেকে বেড়িয়ে নিজের গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করলে লাঠি ও ইট দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে, পুলিশের সহযোগিতায় তিনি যশোর এয়ারপোর্টে পৌঁছান বলে জানা যায়। এভাবে আদালত প্রাঙ্গণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে এ ধরনের হামলা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) আদালত চত্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে মাহমুদুর রহমান যে কিনা একজন আইনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি যিনি সদ্য আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁর ওপর এ হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। মাহমুদুর রহমান একজন আইনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি- তাঁর দোষ প্রমানিত হলে আদালতই শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করবে। এরকম পরিস্থিতিতে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে এ ধরনের হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে আসক মনে করে। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে বারবার আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এসেছে। এসব হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে তা আরও এ ধরনের হামলাকে ত্বরান্বিত করবে। যা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা তৈরী করবে, আইনের শাসন ব্যহত করবে। তাই আসক এ হামলার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।